ভোরের কাগজ
তারিখ ...JAN. 6. ..1999. ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

242

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখছি
পড়ো, পাঠ করো

রুবাইয়াৎ ফেরদৌস

এক.

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে দাঁড়িয়ে পরাজিত এই আমি দেখছিলাম একটি বহ্ন্যুৎসব, একটি দাহ। আমারই দাহ। আমার শিক্ষার্থীরা আমার কুশপুত্তলিকা দাহ করছে। প্রথমে আমার মুখাগ্নি হলো। আমার মুখ পুড়ে গেলো। যে মুখ, মুখ বিবর আর জিহ্বা ব্যবহার করার কথা ছিল জ্ঞানের শাণিত আলোচনায় তা দিয়ে আমি তুলেছি কুৎসিত কামজ শব্দ। এ আমার শাস্তি তাই।

আমার কিছুই করার নেই। আমার পাপের, জমে থাকা অনেক অনেক পাপের শাস্তি আমাকে পেতে হচ্ছে। আমার কোনো অভিযোগও নেই। কারণ এ আমার প্রাপ্য শাস্তিই। একে একে আমার বুক পিঠ বাহু আর যৌনাঙ্গ পুড়ে খাক হয়ে গেলো। হলদে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠলো সেখান থেকে। মিশে গেলো কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের আকাশে। দেখলাম কে একজন পথিক ছাত্র আমারই চিতার আগুন থেকে সিগারেট ধরিয়ে সুখটান মারছে। রাজা ইডিপাসের মতো আমারও ইচ্ছা করছে নিজের দুটো কুৎসিত হাতে আমার চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলি, ইচ্ছা করছে জ্ঞানপাপে দুষ্ট আমার লকলকে জিহ্বাটি টেনে উপড়ে ফেলি। হায় ঈশ্বর! আমার পাপওতো ঐ ইডিপাসের মতোই। দুষ্ট গ্রহের চক্রে পড়ে পিতা হয়ে আমিও তো আমার কন্যার শরীরে হাত বাড়িয়েছি, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। লক্ষ্মী মেয়ের মতো কোনো রা করেনি আমার কন্যারা। মুখ বুজে সহ্য করেছে সব, অশ্রুপাত করেছে নীরবে—গোপনে। আর পিতার অমন ব্যবহারে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছে। যে পিতাকে এতো শ্রদ্ধা করতো, এতো জ্ঞান আর আদর্শের কথা শুনতো যার কাছ থেকে, তার কাছ থেকে এ কেমনতরো ব্যবহার। যাকে মন-বুদ্ধি দিয়ে শ্রদ্ধার আর দেবতার আসনে আসীন করেছিল সে কেন তুচ্ছ এ শরীরের আকাঙ্ক্ষায় বল্গাহীন আচরণে লিপ্ত হলো। আজ মনে হচ্ছে আমার সেই ব্যবহারে চিত্রাঙ্গদার মতো আমার কন্যারাও রাগে-কষ্টে-দুঃখে একাকার হয়ে গেছে আর বোধহয় অস্ফুট স্বরে চিত্রাঙ্গদার মতোই উচ্চারণ করেছে 'হায়! আমারে করিল অতিক্রম, আমার এ তুচ্ছ দেহখানা।' কিন্তু এতোদিনের জমাটবদ্ধ ক্ষোভে-দুঃখে আজ সে মুখরা। আজ সে বারুদের মতো জ্বলে উঠেছে। আজ তাকে ঠেকিয়ে রাখবে এমন শক্তি কার, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে, এ ভূমণ্ডলে? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখছি; পড়ো, পাঠ করো।

দুই.

আমি জানি আমার নিস্তার নেই। পালাবার কোনো পথও নেই। আমার পাপ আমাকে ঠিকই পুড়িয়ে মারছে। এখন আমি এক স্খলিত পিতা অথবা পিতা শব্দ ব্যবহারের সব যোগ্যতাই আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমার নিঃশ্বাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাস ভারী হয়ে আসে, ছেলেমেয়েদের শ্বাস নিতে বড্ড কষ্ট হয়। এমনই জঘন্য পিতা আমি। 'প্রচেতঃ শত ধিক মোরে, কত পাপ আমি করিয়াছি তোমাদের তরে।' থুতু সে তো আমারই প্রাপ্য। সে তো আমারই গায়ে ছিটানো উচিত। ঐ পরিশ্রমী হাড় জিরজিরে গার্মেন্টস শ্রমিকদের গায়ে কেন? আমার মতো লোভাতুর, ভণ্ড আর জ্ঞানপাপীর গায়েই কেবল থুতুর প্রলেপ বেশ মানিয়ে যায়। তোমাদের সমস্ত

থুতু আমার গায়ে নিক্ষেপ করো, তোমাদের প্রতি এই আমার একান্ত নিবেদন। তোমাদের থুতু দিয়ে আমি স্নান সারি—তবেই যদি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখছি; পড়ো, পাঠ করো।

তিন.

আমার পাপে কেবল আমি নই, আমার পাপের আগুনে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে, পুরো শিক্ষকসমাজকে আমি পুড়িয়ে মারছি। শেষ করে দিচ্ছি জাতির কাছে, আমার শিক্ষার্থীদের কাছে, শিক্ষার্থীদের মা-বাবার কাছে এই মহান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাব আর এই মহান বিশ্ববিদ্যালয়ের মূর্তিকে। এই আমারই কারণে আমার সহকর্মী শিক্ষকরা আজ বাইরে বেরুতে পারছেন না। তাদের উঁচু মাথা আমি ছোট করে দিয়েছি। এই বিশ্ববিদ্যালয় তার তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপার্জনের জন্য আসেননি। এসেছিলেন জ্ঞানের জন্য, মুক্তবুদ্ধির অনুশীলনের জন্য। শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতা, জ্ঞান আর আদর্শের বিকিরণ ঘটাবার জন্য। বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের কিংবা জাতির কাছ থেকে সামান্য সম্মান বই কিছু তো তারা চাননি। কিন্তু এই আমিই তাদের ঐ ক্ষুদ্র চাওয়াকে 'সম্মান'কে জলাঞ্জলি দিয়ে দিলাম। একজন শিক্ষক হয়ে বাকি শিক্ষকদের সম্মানকে

> রাজা ইডিপাসের মতো আমারও ইচ্ছা করছে নিজের দুটো কুৎসিত হাতে আমার চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলি, ইচ্ছা করছে জ্ঞানপাপে দুষ্ট আমার লকলকে জিহ্বাটি টেনে উপড়ে ফেলি। হায় ঈশ্বর! আমার পাপওতো ঐ ইডিপাসের মতোই। দুষ্ট গ্রহের চক্রে পড়ে পিতা হয়ে আমিও তো আমার কন্যার শরীরে হাত বাড়িয়েছি, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

আমি জবাই করে ফেললাম। আমার কারণেই তাদের এই মর্ম যাতনায় পথ চলতে হচ্ছে। আমি তাদের সম্মানকে, মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। জানি না কতোদিনে তারা তাদের হৃত সম্মান ফিরে পাবেন। আজ মনে হচ্ছে কতো ভালো তারা আমাকে বাসতেন। আর বিনিময়ে কি দিলাম আমি তাদের। আজ এই দাহ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে আমার শিক্ষার্থীদের কথা। কতো শ্রদ্ধা তারা আমাকে করতো, আমার প্রতিভার প্রশংসায় তারা কতো না পঞ্চমুখ ছিল! আর তার বদলে কি পীড়ন আমি তাদের করেছি। দেবতার আসনে বসে কি কুৎসিত বর আমি তাদের দিয়েছি যে, আমার নামে তাদের বিবমিষা হয়। কিন্তু কি করবো আমি? সারাক্ষণ আমার মনে থাকতো ফ্রয়েড, মাথায় থাকতো বাৎসায়ন আর পরের দিন অপেক্ষা করতাম একটু নীরবতার, একটু লোকচক্ষুর অন্তরাল আর সহজ করে বললে একটু সুযোগের। এই করে করে অনেক পাপ আমার হিসাবের খাতায় জমা পড়েছে। আজতো তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখছি : পড়ো, পাঠ করো।

চার.

আজ দেখছি আমার অন্যায় আর নিপীড়নের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছাত্রীরা আবারো লাঞ্ছিত হচ্ছে। তাদের বেল্ট খুলে মারা হচ্ছে। কি করবে আমার ছাত্রীরা। এই আমিই তো তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মন্ত্র শুনিয়েছি কতোদিন কতো ক্লাস আওয়ারে। কিন্তু কে জানতো আমার বিরুদ্ধেই ওরা তা ব্যবহার করবে। আমার জীবনেই কি করে এমন বুমেরাং হয়ে গেলো ভাবতেও অবাক লাগে।

আমার চোখ জোড়া কেমন যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম আমার দাহে। আমার বহ্ন্যুৎসবে। চোখ কচলে দেখলাম এতোক্ষণে আমার পায়ে আগুন লেগে গেছে। আমি তা হলে দাঁড়াবো কেমন করে? দাঁড়াবোইবা কোথায়? কোন ভূমে? ধীরে ধীরে অপরাজেয়র পাদদেশ থেকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক গলে বেরিয়ে আসছি। মনে হলো এ অগ্নি উপত্যকা, এ আমার বিশ্ববিদ্যালয় নয়। আমার কোনো অধিকার নেই, কোনো যোগ্যতা নেই এখানে প্রবেশের। এর ফটক গলে চিরতরে বহিষ্কার হয়ে যাওয়াই আমার একমাত্র রাস্তা। মনে হচ্ছে সেই হতো ভালো যদি আমি কলাভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তাম, কোনো সন্ত্রাসীর ট্রিগারে যদি আমার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যেতো কিংবা গলায় দড়ি বেঁধে আমি যদি আত্মহত্যা করতাম। সেই হতো ভালো। অনেক ভালো। এখন আমার মৃত্যুই কেবল এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আবারো মহান করে তুলতে পারে, আবারো শ্রদ্ধেয় করে দাঁড় করাতে পারে।

আমি বেরিয়ে আসছি। শেষবারের মতো প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে মুখ ফেরাতেই, যে মুখে এই আমি কালি লেপন করেছি, আমার কেমন যেন মতিভ্রম ঘটলো। আমি দেখলাম আমার কুশপুত্তলিকার আগুন থেকে যে পথিক ছেলেটি সিগারেট ধরিয়েছিল, সিগারেট শেষ করার আগে সে তা জোরে নিক্ষেপ করলো আর তার নিক্ষিপ্ত আগুনের টুকরো থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন ছড়িয়ে গেলো। সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে, সবখানে, সবখানে। বেরিয়ে আসার আগে সব শেষ আমি যা দেখলাম তা হলো চিতা বহ্নিমান। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখছি : পড়ো, পাঠ করো।

রুবাইয়াৎ ফেরদৌস : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে শিক্ষকতা করেন।